প্রবন্ধ

সৈয়্যদুনা ইমাম জাফর সাদিক্ব : এক অনন্য মনীষা

কাজী মুহাম্মদ ইব্রাহীম

ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রসূল বংশের একটি সুবাসিত ফুল। যাঁর পরিচয় বহুমুখী। অনেক সদ্‌গুণের আধার ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একাধারে আহলে বায়তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামা'র পবিত্র সদস্য ও মহামান্য ইমাম, নবুয়াতের নির্যাস, সম্মানিত তাবেয়ী, নির্ভরযোগ্য হাদিস বিশারদ, শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ, মুফাস্‌সির ও লেখক। তৎকালে তিনি বেলায়তের সর্বোচ্চ আসনে আসীন ছিলেন।

এছাড়াও খোদাভীতি, ইবাদত বন্দেগী, ক্ষমাশীলতা, দানশীলতা, পরোপকারিতা ও উত্তম চরিত্রে তিনি ছিলেন সে সময়ের কিংবদন্তি মহাপুরুষ।

নাম ও বংশ পরিচিতি

তাঁর নাম জাফর, উপনাম আবু আবদুল্লাহ্, আবু ইসমাইল ও আবু মুহাম্মদ। উপাধি সাদিক্ব, সাবির, ফাজিল ও তাহির। তাঁর পিতার নাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাক্বির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। মাতার নাম উম্মে ফরওয়া।

পিতার দিক থেকে বংশ লতিকা হচ্ছে ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যিনি ইমাম মুহাম্মদ বাক্বির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র পুত্র, যিনি ইমাম আলী উছতা জয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র পুত্র, যিনি সুলতানে কারবালা ইমাম হোছাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র পুত্র, যিনি আমিরুল মু'মিনীন ইমাম মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও তাঁরই সহ ধর্মিনী উম্মুল আয়িম্মাহ হযরত ফাতিমা বতুল বিনতু রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম'র প্রাণপ্রিয় পুত্র। মাতার দিকের বংশ লতিকা হচ্ছে-ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাঁর মাতা হযরত উম্মে ফরওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, তাঁর পিতা হযরত কাছিম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাঁর পিতা হযরত মুহাম্মদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাঁর পিতা সিদ্দিক্বে আকবর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু' তায়ালা আনহু।

ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু'র নানীর নাম হযরত আছমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, তাঁর পিতা হযরত আব্দুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাঁর পিতা সিদ্দিক্বে আকবর হযরত আব্দুল্লাহ আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। হযরত উম্মে ফরওয়া দু'দিক থেকে খলিফাতুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পবিত্র নসল মুবারকের সাথে সম্পৃক্ত। যে কারণে ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কৃতজ্ঞতার সুরে বলতেন, "আমাকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দু'বার তথা দু'দিক দিয়ে জন্ম দিয়েছেন।"

তিনি আরো বলতেন, আমি পরকালে হযরত সিদ্দিকে আকবর আবু বকর সিদ্দিক ও ফারুকে আজম ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র শাফায়তের প্রত্যাশী।" ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দাদীর নাম উম্মে আবদিল্লাহ ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যিনি ইমাম হাছান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সুযোগ্য কন্যা।

উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি বংশধারা সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের অন্তর্ভুক্ত। আর কুরাইশরা হলেন, হযরত ইছমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর। হযরত জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পরদাদীর নাম শহর বানু। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম মতান্তরে সালমাহ, গাজালাহ, সুলাফাহ, জিদ্দা ও বিরবাহ। শহর বানু হচ্ছেন পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াজদাযরিদের সুযোগ্য কন্যা। তাঁর বংশ লতিকা হচ্ছে শহর বানু। তাঁর পিতা সম্রাট ইয়াজদাযরিদ, তাঁর পিতা সম্রাট খসরু পারভেজ, তাঁর পিতা সম্রাট হরমুজ, তাঁর পিতা সম্রাট নাওশীরাওয়ান। তাঁরা সবাই বংশ পরম্পরায় পারস্য (ইরান) সম্রাট ছিলেন এবং তাঁরা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হয়ে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইছহাক আলাইহিস সালামের বংশধর।

শুভজন্মক্ষণ

ইমাম যাহ্‌বী, ইবনে খল্লিকান, ইবনে সা'দসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি ৮০ হিজরির পবিত্র ৮ রমজান রোজ রবিবার বা সোমবার সূর্যাস্তের পূর্বে মদীনা শরীফে জন্মলাভ করেন।

শিক্ষাজীবন

তাঁর শিক্ষাজীবনের পুরোটা জানা না গেলেও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করে যে, তিনি জ্ঞানপিপাসু ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি হাদিস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইবনে খল্লিকান প্রমুখের মতে

রসায়ন ও ইলমে ফাল বিষয়েও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। সেক্ষেত্রে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়্যান তাঁর ছাত্র ছিল। মিশরের প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক ড. আবু যোহরার বর্ণনামতে ইমাম জাফর সাদিক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং অপর দিকে তিনি ইলমে কালাম বা যুক্তিবিদ্যায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যার বিনাশ সাধনের মানসে তিনি বিভিন্ন সময় নাস্তিক, জিন্দিক, বদমজহাবী ও ধর্মদ্রোহী দলের তার্কিকদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাদের ধরাশায়ী করে ফেলতেন। সত্যপন্থী আলেমদের সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে ইজতেহাদী ভুলসমূহকে শুধরে দিতেন। তিনি আলেম ও জনসাধারণ উভয়ের মাঝে জ্ঞানগর্ভ নসিহত প্রদান করে তাঁদেরকে হেদায়তের পথে অবিচল রাখতেন। তাঁর আরেকটি বিশেষ গুণ ছিল তিনি প্রত্যেক বিষয়ে দলীল ও যুক্তির সমন্বয়ে চটজলদী উত্তর প্রদানে সক্ষম ছিলেন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রে দক্ষতা

ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন বড় মাপের মুজতাহিদ ছিলেন। ইমাম যাহাবীর বর্ণনামতে ইমামে আজম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাহ্‌কে প্রশ্ন করা হল- আপনার দেখা ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ্‌বিদ কে ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন- আমি ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ ফিক্‌হবিদ আর কাউকে দেখিনি।

সালাহুদ্দিন খলিল সফদী, ইমাম যাহাবী, ইবনু তাগরী বারদী সহ অনেকের বর্ণনা মতে, একদা খলিফা মনসুর ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে বলেন, হে আবু হানিফা, জনগণ ইমাম জাফর সাদিক্বকে নিয়ে ফিতনায় লিপ্ত হয়েছে। আপনি আমার জন্য এমন কিছু মাসয়ালা প্রস্তুত করুন যা আপনার মত ইমামের কাছেও কঠিন।" ইমাম আজম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, অতপর আমি তাঁর জন্য চল্লিশটি মাসয়ালা প্রস্তুত করে রাখলাম। খলিফা আমাকে ডেকে পাঠালে আমি সেই চল্লিশটি মাসয়ালা নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হয়ে দেখলাম যে, খলিফা মনসুরের ডান পার্শ্বে ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপবিষ্ট। ইমাম সাহেবকে দেখে আমার অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হল যা খলিফা মনসুরের জন্যও কোন সময় হয়নি। খলিফা মনসুর ইমাম সাহেবকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনি কি ইনাকে চেনেন? উত্তরে ইমাম সাহেব বলেন- হ্যাঁ, উনি ইমাম আবু হানিফা।" এরপর খলিফা মনসুর আমাকে বলেন, "আপনি ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করুন।" অতঃপর আমি ইমাম সাহেবকে আনীত চল্লিশটি মাসয়ালা একটি একটি করে প্রত্যেকটি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি প্রত্যেকটি মাসয়ালার উত্তর মুজতাহিদগণের মতবিরোধসহ সাবলীলভাবে প্রদান করেন।

তিনি একটি মাসয়ালায়ও আটকে যাননি। ইমাম সাহেবের উত্তর শুনে ইমাম আজম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "নিশ্চয়ই সবচেয়ে জ্ঞানী তিনিই, যিনি সবচেয়ে বেশি মুজতাহিদগণের মতবিরোধসহ মাসয়ালা বলতে পারেন।"

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যিনি সঠিক সমাধানে উপনীত হতে পারেন। তিনিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তি। আর হযরত জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর সেভাবেই প্রদান করেছেন। সুতরাং তিনি প্রকৃত জ্ঞানীদের একজন।

কুরআন ও তফসীরে দক্ষতা

ড. মুহাম্মদ আবু যোহরার বর্ণনামতে কুরআন সম্পর্কীয় জ্ঞান চর্চার প্রতি ইমাম জাফর সাদিক্বের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তফসীর সম্বন্ধে তাঁর বিশদ জ্ঞান ছিল। কোন আয়াতকে কোন আয়াত দ্বারা মনসূখ করা হল এবং কেন করা হল এর রহস্য সম্বন্ধেও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। আমরা বলি হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রইছুল মুফাস্‌সিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইলমে তফসীর অর্জন করেছিলেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ইমাম জাফর সাদিক্ব তাঁর নানা হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ হতে ইলমে তফসীর সম্বন্ধে যা কিছু অবগত হয়েছিলেন তা ইবনু আব্বাসেরই বর্ণনা। ড. আবু যোহরার অপর বর্ণনায় পাওয়া যায় একদা একদল লোক তাঁদের মতের পক্ষে কোরআনুল করীমের দু'টি আয়াত দলিল হিসাবে পেশ করলে ইমাম জাফর সাদিক্ব বলেন, তোমরা কি কোরআনে করীমের নাসেখ-মনসূখ, মুহকাম-মুতাশাবেহ আয়াত সম্বন্ধে অবগত আছ? যা না জানার ফলে বহু লোক গোমরাহ হয়ে গেছে। তাঁরা বলল সব না জানলেও কিছুটা জানি। ইমাম সাদিক্ব বললেন, তবে তোমরা এ সম্বন্ধে বলার অধিকার কোথায় পেলে? অতঃপর তিনি এর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

হাদিস শাস্ত্রে দক্ষতা

তিনি শুধু হাদিস শরীফ জানতেন এবং বর্ণনা করতেন তাই নয় বরং তিনি একজন দক্ষ মুহাদ্দিস ও নির্ভরযোগ্য

বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি যে নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তাই ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ অসংখ্য হাদিস বিশারদ ও ফকিহ্ তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী বলেন, প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ইয়াহিয়া বিন মুঈন, ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ একদল হাদিস বিশারদও তাঁকে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস হিসাবে গণ্য করতেন। ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহবিয়া রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন আমি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে জিজ্ঞেস করলাম, (হাদিস বিষয়ে) ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? উত্তরে তিনি বলেন, ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন।

শিক্ষকবৃন্দ

তিনি অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর পিতা ইমাম বাক্বির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষক হলেন তাঁর পিতা ইমাম বাক্বির, ইমাম জয়নুল আবেদীন (দাদা), হযরত উবাইদুল্লাহ্ বিন আবি রাফে, ওরওয়া ইবনুয যুবাইর, হযরত আত্বা ইবনু আবি বারাহ, হযরত কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (নানা), হযরত নাফী আল উমরী, ইমাম যুহরী, হযরত মুহাম্মদ ইবনু মুনক্বাদির, হযরত মুসলিম ইবনু আবি মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহুম প্রমুখ।

শিষ্যবৃন্দ

তাঁর শিষ্য ছিল অগণিত। তন্মধ্যে ক'জন প্রসিদ্ধ শিষ্য হলেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, স্বীয় সন্তান ইমাম মুসা কাজিম, ইসমাঈল ইবনু জাফর সাদিক্ব, হযরত ইয়াহিয়া ইবনু সায়ীদ আল আনসারী, হযরত ইয়াজীদ ইবনু আবদিল্লাহ্, হযরত আবাল ইবনু তাগলিব, হযরত ইবনুজ জুরাইজ, হযরত মুয়াবিয়া ইবনু আম্মার, হযরত ইবনু ইসহাক্ব, হযরত সূফিয়ান আস-সওরী, হযরত শুবা, হযরত ওহাব ইবনু খালিদ, হযরত হাতিম ইবনু ইসমাঈল, হযরত সুলাইমান ইবনু বিলাল, হযরত সূফিয়ান ইবনু উয়াইনা, হযরত হাসান ইবনু সালিহ্, হযরত হাসান ইবনু আইয়াশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।

আধ্যাত্মিক পরিচিতি

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাক্বির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ইন্তি কালের পর হযরত ইমাম আবু মুহাম্মদ জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইমাম নির্বাচিত হন এবং বেলায়তের সর্বোচ্চ সোপান গাউছুল আযম পদে অধিষ্ঠিত হন। যেমনিভাবে তিনি ফাতেমী উলুব্বী ও সিদ্দিকী পবিত্র রক্তধারার মোহনা স্বরূপ। তেমনিভাবে তিনি সিদ্দিকী ও উলুব্বী দুই বেলায়তী মহাসমুদ্রের সংযোগস্থল। তিনি তার পিতা ইমাম বাক্বির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সম্পৃক্ততায় উলুব্বী বেলায়তের ফয়ুজাত বিতরণ করছেন এবং তার নানা হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সম্পৃক্ততায় সিদ্দিকী বেলায়তের ফয়ুজাত বিতরণ করছেন। যা ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। যেমন তিনি তরীক্বায়ে তাইফুরীয়া, করকীয়া, জোনাইদীয়া, ক্বাদেরীয়া. সোহরাওয়ার্দীয়া, নক্শবন্দীয়া, আবুল উলাইয়া, মোজাদ্দেদীয়া প্রভৃতি তরীকতের উর্ধ্বতন মহান শাইখের আসনে আসীন আছেন।

হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সুলতানুল আরেফীন বায়েজীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, স্বীয় সন্তান ইমাম মুসা কাজিম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রমুখ মাহাত্মাগণ ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মুরীদ ছিলেন। ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দুটি আধ্যাত্মিক শজরা পাওয়া যায়।

১. ইমাম জাফর সাদিক্ব, তার পীর ইমাম বাক্বির, তার পীর ইমাম জয়নুল আবেদীন, তার পীর ইমাম হোসাইন, তার পীর আমিরুল মুমেনীন মাওলা আলী রিদ্বওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলায়হিম আজমাইন।

২. ইমাম জাফর সাদিক্ব, তার পীর হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবিবকর, তৎপীর হযরত সালমান ফারসী, তৎপীর আমিরুল মুমেনীন ছিদ্দিকে আকবর আবু বকর রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাইন।

কারামত - হযরত সৈয়দুনা ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত কারামতের বিশাল ভাণ্ডার। তা থেকে স্বল্প কিছু নিম্নে পেশ করা হল:

এক. হযরত শাইখ আব্দুর রহমান চিশতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত 'মিরাতুল আসরার' গ্রন্থের বর্ণনা মতে একদা হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন যে, একজন মহিলা ছেলে-মেয়েসহ কান্না করছেন। ইমাম সাহেব তাঁদের কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে, মহিলা বলেন আমার একটি গাভী ছিল। যার দুধ বিক্রি করে আমার সংসার চলে। গাভীটি এখন মারা গেছে। তাই আমরা ক্রন্দন করছি। তখন ইমাম সাহেব গাভীটির গায়ে পদাঘাত

করেন। সাথে সাথেই গাভীটি আওয়াজ দিয়ে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

দুই. প্রাগুক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত আলী বিন হামজা রহমাতুল্লাহি আলায়হি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি মৃত খেজুর বৃক্ষের পাশে দাঁড়ালেন। অত:পর তিনি গাছটির অগ্রভাগের দিকে তাঁর ঠোঁটদ্বয় নাড়ালেন। তাৎক্ষণিক ডালপালা বের হয়ে গাছটি ফলে ফলে ভরপুর হয়ে গেল। অত:পর আমরাও তাঁর সাথে উক্ত গাছের তাজা খেজুর ভক্ষণ করলাম। ওই খেজুরের এমন স্বাদ ছিল, যা অন্য কোন খেজুরে আমরা পাইনি। সেখানে উপস্থিত এক বেদুঈন এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বলল, আমি এ ধরনের যাদু আর কোনদিন দেখিনি। তখন ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, আমরা নবীগণের ওয়ারিশ। আমরা যাদু জানি না। তবে আমরা দোয়া করি আর মহান আল্লাহ্ তায়ালা তা কবুল করেন। যদি তুমি চাও যে, আমি তোমার জন্য এমন দোয়া করি, যাতে তুমি কুকুর হয়ে যাও। বেদুঈন বলল, ঠিক আছে দোয়া করুন। অতঃপর তিনি দোয়া করলে, বেদুঈন লোকটি কুকুর হয়ে গেল এবং স্বীয় ঘরে গেলে সবাই তাকে মেরে তাড়িয়ে দিল। অতঃপর কুকুররূপী বেদুঈনটি ইমাম সাহেবের সামনে এসে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কান্না শুরু করে দিল। এতে ইমাম সাহেব বেদুঈন লোকটির জন্য দয়াপরবশ হয়ে পুনরায় দোয়া করলেন, যাতে সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। সাথে সাথেই কুকুররূপী বেদুঈন লোকটি পুনরায় মানুষে পরিণত হয়ে গেল।

তিন. মোল্লা জামী আলাইহির রহমাহ্ রচিত 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থের বর্ণনা মতে, একদিন দাউদ নামক আব্বাসীয় বংশীয় এক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর এক গোলামকে হত্যা করে তার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হত্যাকারীর নিকট গিয়ে বললেন, তুমি আমার গোলামকে হত্যা করেছ এবং তার মালামাল লুট করেছ। মহান আল্লাহর কসম আমি তোমার জন্য বদদোয়া করব। হত্যাকারী তখন ইমাম ছাহেবকে বিদ্রুপ করতে লাগল।

অতঃপর ইমাম জাফর সাদিক্ব পরদিন ভোর বেলায় হত্যাকারীর জন্য বদদোয়া করলে, এক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে হত্যাকারী মারা গেল। উক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর অলীর আশিক্ব ভক্ত, গোলামদেরকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলে আল্লাহর অলীর বদ দোয়ার শিকার হয়ে ধ্বংসে পতিত হতে হয়।

চার. প্রাগুক্ত গ্রন্থের বর্ণনা মতে, এক বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম জাফর সাদিক্বের সাথে হজ্বের সময় আরাফার দিন আরাফাতের ময়দানে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে আমার এক বন্ধু সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি বলি তিনি কারাগারে বন্দী রয়েছেন। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এক ঘন্টা পর ইমাম বললেন আল্লাহর কসম তোমার বন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে। হজ্বের পর আমার বন্ধুর সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কবে ছাড়া পেয়েছে। আমার বন্ধু বললেন আরাফার দিন আছরের নামাযের পর আমি ছাড়া পেয়েছি।

গ্রন্থ প্রণয়ন

ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রখ্যাত লেখক হিসাবেও সমাদৃত ছিলেন। যেমন তাক্বসীমুর রুইয়া, আল-জামি ফিল জুফর ও কিতাবুল জুফর ইত্যাদি তিনি রচনা করেন।

আকৃতি ও প্রকৃতি

হযরত জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু চমৎকার দৈহিক গড়নের একজন সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল মধ্যাকৃতি, গায়ের রং ফর্সা ও অতীব উজ্জ্বল, মুখমন্ডল অন্ধকার রাতে প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাত, সুডৌল নাসিকার ওপরের অংশ সামান্য উঁচু ছিল। মাথার চুল কপালে এসে পড়ত যার ফলে তাঁর সৌন্দর্য আরও বেড়ে যেত। গালে একটি কালো তিল ছিল। বুক থেকে পেট পর্যন্ত কালো কেশ ছিল। যা অতি লম্বাও নয়, খাটোও নয়। ব্যক্তিগতভাবে ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিষ্টভাষী ও বিনয়ী হলেও, তাঁর চেহেরা মুবারকে এমন মাহাত্ম্য ও আল্লাহর নূরের ঝলক ছিল যে, প্রতিপক্ষ কেউ তাঁর ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চেহেরা দেখলে, তার অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হত। ইরাকের যিন্দীকদের নেতা ইবনে হাওজার সহিত একবার ইমামের সাক্ষাত হয়। ইমাম সাহেবের চেহেরার দিকে দৃষ্টিপাত করতে ইবনে হাওজার চেহেরা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ইমাম সাহেব তার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলেও তার মুখ থেকে একটি কথাও বের হল না। এতে ইমাম সাহেব ও উপস্থিত সকলে বিস্মিত হয়ে পড়ল। অতঃপর ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন-তুমি কথা বলছ না কেন? যিন্দীক নেতা হাওজার বিনীতভাবে বলল- আপনার রূহানী প্রভাব ও ভীতি আমার মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আপনার সম্মুখে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর

নয়। আমি অনেক বিদ্বানকে দেখেছি, অনেক তর্কবিশারদের সাথে তর্ক করেছি। কিন্তু কারো নিকট পরাজয় বরণ করিনি বা কাউকে দেখে আমি কখনও আতংক গ্রস্থ হইনি। কিন্তু আপনার রূহানী প্রভাব আমার সমস্ত বাকশক্তি হরণ করে নিয়েছে।

তিনি ছিলেন অনেক গুণের আধার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, ধৈর্য্যশীল, সহনশীল, ক্ষমাশীল, দানশীল, দয়ালু, মুত্তাকী, ইবাদত গুজার ও অতীব সত্যবাদী। তিনি সদা সত্য কথা বলতেন এ কারণে তাঁকে 'সাদিক্ব' বা অতীব সত্যবাদী উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি নির্জনতাকে প্রাধান্য দিয়ে ইবাদত করতেন। ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইমাম জাফর সাদিক্বের গৌরবোজ্জ্বল গুণাবলী প্রসঙ্গে বলেন "আমি যখনই ইমাম জাফর সাদিক্বের দরবারে গিয়েছি তখনই তাঁকে হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি। কিন্তু যখনই তাঁর সম্মুখে হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হত তখনই বেয়াদবি কিছু হয় কিনা এর প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে যেত। আমি যখনই তাঁর দরবারে যেতাম তখনই দেখতাম তিনি নামায রত বা রোযা রেখেছেন বা কুরআনুল করিম তেলাওয়াতে মশগুল। বিনা অজুতে কখনও তাঁকে হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়সাল্লাম বর্ণনা করতে দেখিনি। তিনি যে কথা পছন্দ করতেন তাই তিনি বলতেন। তিনি তাঁর সময়কার বড় ওলী ও আবেদ ছিলেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করতেন। আমি যখনই তাঁর দরবারে যেতাম তখনই তিনি তাঁর আসনে আমাকে বসাতেন।" ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা খুব উৎসাহের সাথে ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি তাঁর অন্য কোন ওস্তাদ বা পীরের প্রশংসায় এত মুখর ছিলেন না।

"হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়য়াসাল্লাম এর ইরশাদ করেন- 'পানাহার কর, পরিধান কর কিন্তু অপব্যয় ও গর্ব করা থেকে বেঁচে থাক' তিনি এ মর্মবাণীর পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তিনি মূল্যবান কাপড় পরিধান করতেন। মূল্যবান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে লোকসমক্ষে বের হতেন। রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা হতে তিনি ইবাদত-বন্দেগী গোপন করে রাখতেন। একবার হযরত সুফিয়ান সওরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দরবারে এসে দেখলেন তিনি অত্যন্ত মূল্যবান ও মনোমুগ্ধকর পোশাক পরিধান করেছেন। হযরত সুফিয়ান সওরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি বিস্ময়ের সাথে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন-কি ব্যাপার আপনি আমার প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন মনে হয় আমার এই পোশাকই আপনাকে বিস্মিত করেছে। আমি বিনীতভাবে আরজ করলাম হে আউলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এ পোশাক না আপনার না আপনার পূর্বপুরুষদের। তিনি উত্তরে বলেন-সেই যুগ ও এই যুগে অনেক পার্থক্য। সেই যুগ ছিল দরিদ্রতা ও অভাব অনটনের। তাঁরা সেই যুগ মুতাবেক জীবন যাপন করতেন। আর এ যুগে না কোন কিছুর অভাব আছে না কোন কিছু না পাওয়া যায়।

হাফেজ মিরজী প্রমুখের মতে, তিনি অত্যধিক দানশীল ছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর সবকিছু উজাড় করে দিয়ে মানুষকে দান করতেন। কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আসলে নিজেদের কথা চিন্তা না করে ঘরে যা আছে তা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন।

হযরত হাইয়্যাজ বিন বাসতাম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ (বাক্বির) অন্যকে এমনিভাবে খাওয়াতেন এমনকি নিজেদের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকত না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী দয়ালু ও ক্ষমাশীল ছিলেন। তিনি তাঁর দাস-দাসীদের সাথে পর্যন্ত অত্যন্ত বিনম্র ব্যবহার করতেন। একদিন তিনি তাঁর কোন একজন দাসকে একটি কাজের জন্য পাঠান। সে দাসের আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে তিনি দাসের খোঁজে বের হন। দেখতে পেলেন দাসটি ঘুমাচ্ছে। তিনি দাসের শিয়রে বসে পাখার বাতাস করতে লাগলেন।

তাঁর প্রতি অন্যায়কারীদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি কখনও যদি শুনতেন, কেউ তাঁর দোষারোপ করেছে। তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সেই নামাযে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। নামায শেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করতেন মহান আল্লাহ যেন তাঁর প্রতি দোষারোপকারীকে তাঁর কাজের জন্য পাকড়াও না করেন। কেননা তিনি নিজের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার হতে গুটিয়ে নিয়েছেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ক্ষমা করার মধ্যে কোন অবমাননা নেই এবং প্রতিশোধ গ্রহণে কোন প্রকার সম্মান নেই। তিনি ছিলেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে অবিচল। সাথে সাথে অসত্য, অসুন্দর ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার। সে ব্যাপারে স্পষ্টভাষী ইমাম সাদিক্ব তৎকালীন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনায়ক আব্বাসীয়

খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা মনসুরকেও ছেড়ে কথা বলতেন না।

বৈবাহিক অবস্থা

তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন ফাতিমা বিন্‌তু হুসাইন আল আছরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এবং হযরত হামিদাহ্ আল মাগরিবিয়্যাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা। তাঁর পুত্র সন্তান নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। মতান্তরে পাঁচজন, সাতজন এবং দশজন। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন চৌদ্দজন। তিনি তের জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন ইমাম মুসা কাজিম, হযরত ইসমাঈল, হযরত মুহাম্মদ আদ-দীরাজ, হযরত ইসহাক, হযরত আবুল হাসান, হযরত মুহাম্মদ আসগর, হযরত আব্বাস, হযরত ইয়াহিয়া এবং হযরত ঈসা রিদ্বওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাইন। তাঁদের মধ্যে প্রথম পাঁচজনের বশংধর ছিল। কিন্তু অন্যদের কোন বংশধর ছিল না।

তাঁর চারজন কন্যা সন্তান, তাঁরা হলেন হযরত আসমা, হযরত ফাতিমা কুবরা, হযরত উম্মে ফরওয়া এবং হযরত বারীহা রিদ্বওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিন্না আজমাইন ।

ইমাম জাফর সাদিক্ব (রাদ্বি.) সম্পর্কে মহাত্মাগণের মন্তব্য

১. ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আমার নিকট দু'টি বছর না আসলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। তা হল ইমাম বাক্বির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রূহানী স্পর্শে থাকা দু'টি বছর। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি আরো বলেন আমি ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বড় ফকিহ্ আর দেখিনি।

২. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মর্যাদা অপরিসীম। সম্মান, মর্যাদা, নেতৃত্ব ও অগাধ জ্ঞানের কারণে তিনি খিলাফতের উপযোগী ছিলেন। [এখানে খিলাফত বলতে রাষ্ট্রিয় খিলাফতের কথা বলা হয়েছে।]

৩. আল্লামা সালাহুদ্দীন সফদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন 'ইমাম জাফর সাদিক্ব (আলায়হির রহমাহ্) অপরিসীম মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সম্মান এবং নেতৃত্বের কারণে তিনি খিলাফতের যোগ্য ছিলেন।

৪. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন আহমদ ইবনু খল্লিকান বলেন 'ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আলিম, যাহিদ ও আবিদ।'

৫. ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন।

৬. আল্লামা খায়রুদ্দিন যিরাকলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন 'তিনি সম্মানিত তাবেয়ীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।'

সে প্রসঙ্গে ইমাম যাহবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন 'ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কতিপয় সাহাবী কেরামকে দেখেছেন। আমি মনে করি তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও সহল বিন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে স্বচক্ষে দেখেছেন।'

৭. হযরত শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার আলাইহির রহমাহ বলেন, ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উম্মতে মুহাম্মদীর (রূহানী) বাদশাহ্ এবং হজ্জতে নববীর আলোকিত দলীল। সাথে সাথে তিনি ছিলেন সঠিক ও বিশুদ্ধ পন্থায় আমলকারী ্আউলিয়া কেরামের বাগানের ফল, আলী পরিবারের সদস্য, ছৈয়্যদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র কলিজার টুকরা এবং সত্যিকার অর্থে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিত ওয়ারিশ।

৮. ঐতিহাসিক ইয়াকুবীর বর্ণনামতে, ইমাম জাফর সাদিক্বের ইন্তেকালের দিন খলিফা মনসুর বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ও ফক্বীহ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

৯. প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়্যান বলেন, আমি 'যুগের শিরোমনি' ইমাম জাফর সাদিক্বের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছি।

১০. ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ইমাম জাফর সাদিক্ব ছিলেন তাঁর যুগের বড় অলি ও আবিদ।

অমূল্য বাণী

ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর অসংখ্য বাণী থেকে কয়েকটি বিবৃত করা হল। তিনি ইরশাদ করেন:

এক : যে ব্যক্তি পাপকার্য করার পূর্বে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে ঐ কাজ থেকে ফিরে আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার ক্বুরবত তথা নৈকট্য হাসিল করে।

যে ব্যক্তি ইবাদতে একনিষ্ঠ ছিল এবং পরে ইবাদতের কারণে তার মধ্যে আমিত্ব চলে আসে। যার কারণে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালা থেকে দূরত্বের শিকলে আবদ্ধ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ইবাদতের উপর অহংকার করে সে পাপী। আর যে ব্যক্তি গুণাহের কারণে অনুতপ্ত হন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগত বান্দা।

দুই : (পরিপূর্ণ) মুমিন তিনিই যিনি কুপ্রবৃত্তির সাথে মুকাবিলায় লিপ্ত থাকেন। আর আরিফ তিনিই যিনি আপন প্রভুর আনুগত্যে সর্বদা লিপ্ত থাকেন।

তিন : জান্নাত ও জাহান্নামের কিছু নমুনা দুনিয়ায় পেশ করা হল। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হল জান্নাতের নমুনা, আর দু:খ-কষ্ট হল জাহান্নামের নমুনা। জান্নাতের হক্বদার তিনিই যিনি নিজের সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সোপর্দ করেন। আর জাহান্নামের হক্বদার হল সে ব্যক্তি যে নিজের সমস্ত বিষয় সমূহকে কুপ্রবৃত্তির কাছে সঁপে দেয়।

চার : আল্লাহ যা কিছু দান করেন এতে সন্তুষ্ট থাকার ন্যায় বড় সম্পদ আর নেই। অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর ব্যক্তি

দরিদ্র্যবস্থায় মৃতুবরণ করবে।

পাঁচ : যে অন্যের দোষ-ক্রটি প্রচার করে, তার দোষ-ক্রটি আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। যে অন্যের প্রতি তলোয়ার উত্তোলন করে, সে সেই তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। যে অন্যের জন্য গর্ত খননকারী নিজেই সেই গর্তে পতিত হয়। মূর্খের সাহচার্যে থাকলে অপমান হতে হয়। আলিমদের সহচার্যে থাকলে সম্মান লাভ হয়। খারাপ স্থানে গমনকারী অপদস্থ হয়।

ছয় : লাভজনক হোক বা ক্ষতিকারক হোক তোমার স্বপক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক সর্বদা সত্য কথা বলবে।

সাত : কুরআনের অনুসারী হও, ইসলামের হয়ে যাও। নেক কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ হতে বিরত থাক। যে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট তাকে বুঝাও, যে তোমার সাথে কথাবার্তা না বলে তুমি তার সাথে কথাবার্তা বল। যে তোমার নিকট কিছু চাই তাকে দান কর।

আট : সাবধান! কারো অসাক্ষাতে তার দোষারোপ করা ও একের (গোপন) কথা অন্যের নিকট বলা থেকে দূরে থাক। এতে অন্তরে তামাশার সৃষ্টি হয়।

নয় : যদি তোমার দ্বারা কোন অন্যায় সংঘটিত হয়। তবে অধিক হারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। যদি বাদশাহ বা শাসনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তবে 'লা হউলা ওয়ালা ক্বুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ কর। কারণ ইহা প্রশস্ততার চাবি এবং জান্নাতের রত্নভান্ডার সমূহের অন্যতম।

দশ : আল্লাহর উপর ভরসা রাখ (প্রকৃত) মুমিন হবে। আল্লাহ যা কিছু দান করেন, তার উপর সন্তুষ্ট থাক (প্রকৃত) সম্পদশালী হবে। প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ কর (প্রকৃত) মুসলমান হবে। ফাসিকের সাথে সংশ্রব রাখলে ফাসেকী তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবে। যাঁরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁদের সাথে সমস্যা সম্বন্ধে পরামর্শ কর।

এগার : জিকরে ইলাহীর (প্রকৃত) সংজ্ঞা হল, তাতে লিপ্ত হওয়ার পর পার্থিব সব কিছুকে ভুলে যাওয়া।

বার : (প্রকৃত) ছাহেবে কারামত তিনি, যিনি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রাখে। কেননা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য কুপ্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক।

তের : (পরকালীন) মুক্তি সৎ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত, বংশের সাথে নয়।

ওফাত শরীফ : হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ১৪৮ হিজরি সনের ১৫ রজব সোমবার পবিত্র মদীনায় ওফাতলাভ করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাক্বী শরীফে সমাহিত করা হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ইমাম মুহাম্মদ আয যাহ্‌বী তারিখুল ইসলাম ওয়াওফিইয়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আ'লাম, দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ২০০৩ইং, খণ্ড: ৩য়, পৃষ্ঠা : ৮২৮, ৮৩১, ৮৩৩। খণ্ড: ৮ম পৃষ্ঠা: ৪২৮।

২. উর্দু অনুবাদ মৌলানা ওয়াহিদ বক্স চিশতী ছাবেরী, মূল ঃ খাজা আব্দুর রহমান চিশতী, মিরাতুল আসরার, মাকতাবায়ে জামে নূর, মাটিয়ামহল, জামে মসজিদ, দিল্লী, ১৪১৮ হিজরী, পৃষ্ঠা: ২০৭, ২০৯, ২১১, ২১২।

৩. উর্দূ অনুবাদ ঃ মাওলানা জুবায়ের আফজাল ওসমানী, মূল ঃ শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার, তাযকিরাতুল আউলিয়া, ইসলামী তবলিগী মিশন - ৪১৯, মাটিয়া মহল, দিল্লী, তারিখবিহীন, পৃষ্ঠা: ০৯-১৩।

৪. শামসুদ্দীন আহমদ ইবনু খল্লিকান, ওয়াফিইয়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবায়ু আবনাযিয যমান, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯০০ইং, খণ্ড: ১ম, পৃষ্ঠা: ৪৭১।

৫. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, ৯ম সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী, খণ্ড: ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা: ৫৭, ২৫৬, ২৭০।

৬. উর্দু অনুবাদ: মৌলানা বশির হোসাইন নাজিম, মূল ঃ শায়খ নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী, শাওয়াহিদুল নুবুয়াত, ইসলামিক পাবলিকেশার, ৪১৭ মাটিয়া মহল, জামে মসজিদ, দিল্লী-৬, তারিখবিহীন, পৃষ্ঠা: ৩২৭, ৩৩১, ৩৩২।

৭. হযরত সালহুদ্দীন খলিল সফদী, আল ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত, দারু ইয়াহিয়াইত তুবাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪০২ হিজরী, খণ্ড: ৪র্থ, পৃষ্ঠা: ২৮।

৮. হযরত জামাল উদ্দীন আহ্মদ ইবনু আনবাহ, উমদাতুল ত্বালিব, প্রকাশনা অনুল্লেখিত, ২য় সংস্করণ, ১৩৮০ হিজরী, খণ্ড: ১ম, পৃষ্ঠা: ১৯২।

৯. হযরত ইবনু তাগরী বারদী, আর নুযুমুয যাহিরাহ ফি মুলুকি মিশর ওয়াল ক্বাহিরাহ্, দারুল কুতুব মিশর, সংস্করণ ও তারিখবিহীন, খণ্ড: ২য়, পৃষ্ঠা: ৯।

১০. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, আশ শাজারাতুল মুবারাকাহ্ ফিল আনসাবিল ত্বালিবাহ্, প্রকাশনা ও তারিখ অনুল্লেখিত, পৃষ্ঠা:২০, ২১।

১১. হযরত আবু নাঈম ইসফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তবক্বাতুল আসফিয়া, দারুল কিতাব আল আরবী, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী, খণ্ড: ৩য়, পৃষ্ঠা: ১৯২।

১২. হযরত ইসমাঈল পাশা, হাদিয়াতুল আরেফীন, ওয়াকালাতুল মায়ারিফ আল-জলীলাহ্, ইস্তাম্বুল, ১৯৫১ইং, খণ্ড: ১ম, পৃষ্ঠা: ২৮৪।

১৩. হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী, আল কাউলুল জমীল মা শারহে শিফাইল আলীল, জসিম বুক ডিপো, মাটিয়া মহল, দিল্লী, তারিখবিহীন, পৃষ্ঠা: ১৯২-১৯৯।

১৪. হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী আলাইহিমুর রহমাহ্, 'মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল (দঃ)' আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম ৩য় সংস্করণ, ১৪০২ হিজরী, খণ্ড: ৩০তম, পৃষ্ঠা: ৪৪, ৪৬।

১৫. ইমাম খায়রুদ্দীন যিরাকলী, আল-আলামা, দারুল ইলমলিল মাল্লায়িন, ১৫শ সংস্করণ, ২০০২ইং, খণ্ড: ২য়, পৃষ্ঠা: ১২৬।

১৬. **মূল ঃ** ডক্টর আবু যোহরা, অনুবাদ ঃ আবদুল জলীল, ইমাম জাফর সাদেক রঃ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং।

১৭. ইমাম আল মিজ্জী আলাইহিমুর রহমাহ্, তাহযীবুল কামাল, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হিজরী, খণ্ড: ৫ম, পৃষ্ঠা: ৭৫, ৮৭।

১৮. ইমাম বায়হাক্বী, লুবাবুল আনসাব ওয়ালআলক্বাব, প্রকাশনা ও তারিখবিহীন, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২০, ২২, ১০৩

১৯.হযরত মুস্তাফা রেজা খান, মলফুজাতে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান, মুহাম্মদ আলী কারখানা ইসলামী কুতুবখানা, পাকিস্তান, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০১ইং, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৩

২০. আল্লামা ইবনু জাওজী আলাইহিমুর রহমাহ্, সিফাতুস সফওয়া, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ১৩৯৯ হিজরী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮-১৭৪।

২১. ঐতিহাসিক ইয়াকুব, তারিখে ইয়াকুবী, তারিখ বিহীন, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ২০৭।

* লেখক ঃ কাজী মুহাম্মদ ইব্রাহীম, সদস্য রাউজান রাইটার্স ক্লাব।